প্রথম আলো

তারিখ: 10 JAN 2014
পৃষ্ঠা: 12 কলাম: 2

শিক্ষার সর্বনাশ

শিক্ষার্থীদের রেহাই দিন

রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সংঘাত-সহিংসতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন গত বছর চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নতুন বছর শুরু হয়েছে, দেখা যাচ্ছে, সেই অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। দেশের চার কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের এই অব্যাহত ক্ষতির দায় কে নেবে?

সহিংস রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম গত বছরজুড়ে ব্যাহত হয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের বছরের পাঠ্যসূচি শেষ করতে পারেনি, পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে দায়সারাভাবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কিংবা নানা কায়দা-কৌশল করে কোনোভাবে বছরটি পার করেছে।

রাজনীতি হয় দেশ ও জনগণের স্বার্থে, রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের নানা কর্মসূচির পক্ষে এই যুক্তিই দিয়ে থাকে। কিন্তু গত বছরজুড়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে যা হলো, তাতে দেশ ও জনগণের কী স্বার্থ উদ্ধার হলো? এখন যারা শিক্ষার্থী, তারাই সামনে দেশের হাল ধরবে, সেই শিক্ষার্থীদেরই তো সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করল এই রাজনৈতিক আন্দোলন।

নতুন বছর শুরু হয়েছে, শিক্ষার্থীদের হাতে এখন নতুন [illegible] নিয়ে এখন তাদের নতুন বছর শুরু করার কথা। কিন্তু নতুন বছরে বা নতুন শ্রেণীতে ক্লাস [illegible] হবে, [illegible] ও উৎকণ্ঠা কিছুতেই কাটছে না। আশাবাদী শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজনের তাগিদেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধী দল হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি থেকে সরে না এলে কি আসলেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে? অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হলেও আন্দোলন যে মাত্রায় সহিংস ও বর্বর হয়ে উঠেছে, তাতে অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাবেন কোন ভরসায়? সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও বিএনপির নেতা ওসমান ফারুক একদিকে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কেউ চায় না বলে দাবি করলেও টানা আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

দেশের চার কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের যে ক্ষতি এরই মধ্যে হয়েছে এবং সামনে যে অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সেটা দূর করার দায়িত্ব সরকারের। আর বিরোধী দলকে অবশ্যই হরতাল-অবরোধের মতো গণবিরোধী ও বিধ্বংসী কর্মসূচি থেকে সরে আসতে হবে। সহিংস কর্মসূচি দিয়ে যে দাবি আদায় করা যায় না, তা এরই মধ্যে প্রমাণিত।